জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জাতীয় তামাক কর নীতি ২০২৫

(খসড়া)

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর একক বৃহত্তম কারণ তামাক। তামাকের কারণে দেশে প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ২০১৭ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল অ্যাডাল্ট ট্যোবাকো সার্ভে (গ্যাটস) এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ১৫ বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়সের ৩৫.৩% মানুষ কোন না কোন ধরনের তামাক (সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল, সাদাপাতা ইত্যাদি) ব্যবহার করে। দেশে ১৫ লক্ষের অধিক প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ তামাক সেবনের কারণে এবং ৬১ হাজারের অধিক শিশু পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশে তামাক সেবনের উচ্চ হার দেশের উপর ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটি পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে ২০১৮ সালে তামাক ব্যবহারজনিত রোগের চিকিৎসা ব্যয় এবং এর ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাসের কারণে বাংলাদেশে মোট বার্ষিক ব্যয় হয়েছে ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা বা প্রায় ৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করবে। বিশেষ করে আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্য প্রয়োজন ছাড়া মদ্যপান, অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেষজ হিসেবে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে একটি তামাক কর নীতি গ্রহণ সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ।

বাংলাদেশ সরকার ২০০৪ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) অনুস্বাক্ষর করে। FCTC এর আর্টিকেল ৬ এ কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক ব্যবহার হ্রাসের কথা বলা হয়েছে। SDG-এর গোল ৩ এ সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতে FCTC বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। FCTC'র কার্যকর বাস্তবায়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাক নিয়ন্ত্রণের কৌশল এমপাওয়ার (MPOWER) গ্রহণ করেছে। এতে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে নীতি গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধিকে তামাক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। SDG-এর লক্ষ অর্জন এবং FCTC-এর স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে এ চুক্তির বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও কার্যকর পদ্ধতি হলো তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর বাড়িয়ে এটিকে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নেওয়া। বিশেষত: তরুণ ও দরিদ্রদের মধ্যে এর ব্যপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আরোপিত কর ও দাম উভয়ই তামাক ব্যবহারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। একইসঙ্গে ব্যবহারকারিদের মধ্যে তামাক সেবনের ধারাবাহিকতা ও ব্যবহারের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। **গবেষণায় দেখা যায়, সিগারেটের মূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হলে বাংলাদেশে এর ব্যবহার ৭.১ শতাংশ পর্যন্ত কমে আসতে পারে।** জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশের তামাক কর ব্যবস্থাকে আরো সুশৃঙ্খল ও উপযোগি করতে দেশে একটি তামাক কর নীতি প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি।

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সনাতন করারোপ ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিশ্বের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের তামাক কর ব্যবস্থা ও কর প্রশাসনে পরিবর্তন আবশ্যক। দেশের তামাক কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং একে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলা এই নীতি প্রণয়নের অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশে বিদ্যমান স্তর ভিত্তিক জটিল কর কাঠামো এবং কর সংগ্রহ ও মনিটরিংয়ে সনাতন ব্যবস্থার কারণে সরকার রাজস্ব ফাঁকিসহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। একটি সমন্বিত তামাক কর নীতি জনস্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি রাজস্ব আদায়ে সরকারের সহায়ক হবে।

সর্বোপরি জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন বিবেচনা সর্বাগ্রে। তাই জনগণের কল্যাণ সাধণের নিমিত্ত এই নীতি প্রণয়ন করা হলো।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: শিরোনাম, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য

১.১। শিরোনাম
১.২। ব্যবহৃত পরিভাষা
১.৩। প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
১.৪। নীতির লক্ষ্য
১.৪.১। সাধারণ লক্ষ্য
১.৪.২। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

২। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের নীতি
২.১। সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের সাধারণ নীতি
২.২। প্রকারভেদে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের নীতি
২.২.১। সিগারেট
২.২.২। বিড়ি
২.২.৩। ধোঁয়াবিহীন তামাক (জর্দা ও গুল)
২.২.৪। ধোঁয়াবিহীন তামাক (সাদাপাতা)
২.২.৫। ই-সিগারেট
২.৩। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সংক্রান্ত বিশেষ নীতি

তৃতীয় অধ্যায়: তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি

৩.১। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি সংক্রান্ত নীতি
৩.২। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি

চতুর্থ অধ্যায়: কোম্পানির আয়কর ও কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

৪.১। কোম্পানির আয়কর বিষয়ে নীতি
৪.২। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) তহবিল ব্যবহার

পঞ্চম অধ্যায়: তামাক চাষ

৫। তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর করারোপ

ষষ্ঠ অধ্যায়: তামাকের অবৈধ বাণিজ্য

৬। তামাকের অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ

সপ্তম অধ্যায়: তামাক কর প্রশাসন ও কর আদায় পর্যবেক্ষণ

৭.১। তামাক কর প্রশাসন
৭.২। তামাক কর আদায় পর্যবেক্ষণ (monitoring)
৭.৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
৭.৪। স্থানীয় সরকার ও তামাক কর

অষ্টম অধ্যায়: কর্মকৌশল

৮। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ ও নীতি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল

নবম অধ্যায়: নীতিমালার সংশোধন ও অন্যান্য

৯.১। নীতিমালার সংশোধন
৯.২। জবাবদিহি
৯.৩। প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ

প্রথম অধ্যায়: শিরোনাম, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য

১.১। শিরোনাম : এই নীতিমালা "জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জাতীয় তামাক কর নীতি, ২০২৫" নামে অভিহিত হবে।

১.২। ব্যবহৃত পরিভাষা : এই নীতিতে-

ক) "তামাকজাত দ্রব্য" অর্থ তামাক, তামাক পাতা বা এর নির্যাস হতে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য, যা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সাথে টেনে নেওয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দ্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং হুক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণও (mixture) এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

খ) "ভোক্তা" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, যিনি পুনঃবিক্রয় ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতীত–

(অ) মূল্য পরিশোধে বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয় করেন;

(আ) আংশিক পরিশোধিত ও আংশিক প্রতিশ্রুত মূল্যের বিনিময়ে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয় করেন ; বা

(ই) প্রলম্বিত মেয়াদ বা কিস্তির ব্যবস্থায় মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয় করেন ;

(ঈ) যিনি উপর্যুক্ত ক্রীত পণ্য ব্যবহার করেন ;

গ) 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' হলো তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সর্বোচ্চ মূল্য যার বিনিময়ে তামাকজাত দ্রব্য ভোক্তা সাধারণের কাছে বিক্রি করা হয়। এই মূল্যের মধ্যে সরকার নির্ধারিত হারে সম্পুরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ অন্তর্ভূক্ত;

ঘ) 'মোড়ক/প্যাকেজ/প্যাকেট' বলতে তামাকজাত দ্রব্য আচ্ছাদন করার জন্য ব্যবহৃত কোনো কেস, বাক্স, ঠোঙা, কৌটা, পাত্র, আধার, আচ্ছাদনের কাগজ, কার্টুন, স্যাকপ্যাক, স্যাশে, ভাজ করা কাগজের বাক্স, টিন বা অন্য কোনো পাত্রকে বোঝাবে যার মধ্যেকরে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়;

ঙ) 'অবৈধ বাণিজ্য' অর্থ সেই সমস্ত বানিজ্যিক অনুশীলন বা আচরণকে বোঝায় যা আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ বা আইনের সাথে সাংর্ষিক এবং তার সঙ্গে উৎপাদন, চালান, গ্রহণ, অধিগ্রহণ, বিতরণ, ক্রয় ও বিক্রয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে। একইসঙ্গে এমন যেকোনো অনুশীলন বা আচরণ যা ওইসব কর্মকাণ্ডের সুবিধার্থে করা হয়;

চ) 'লাইসেন্স' অর্থ অনুমতিপত্র। যা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় আবেদন, ফি প্রদান এবং প্রয়োজনীয় কাজপত্র জমা দিয়ে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রহণ করা হয়;

ছ) 'উৎপাদন সরঞ্জাম' অর্থ সেই সব মেশিনারি যা পরিশিলিত ও অভিযোজনযোগ্য। একইসঙ্গে তা কেবল তামাকজাত পণ্য তৈরিতেই ব্যবহার করা হয় এবং তামাক পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১.৩। প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

ক) বাংলাদেশে কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে;

খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই নীতি বাস্তবায়ন করবে এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অন্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কার্যালয়, দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে;

গ) জুলাই ২০২৫ হতে এই নীতি বাস্তবায়ন হবে;

ঘ) প্রতি বছর এই নীতির বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা হবে। সেখানে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে;

ঙ) প্রতি তিন বছর অন্তর, 'দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর এই নীতি বাস্তবায়নের প্রভাব' মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করা হবে। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে এই কমিটি নীতি সংশোধনের জন্য সুপারিশ করবে।

১.৪। নীতির লক্ষ্য

এ নীতিতে কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। তামাক কর নীতিমালা নিম্নোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে–

১.৪.১। সাধারণ লক্ষ্য

জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নতিকল্পে এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি হ্রাসের জন্য তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা।

১.৪.২। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

ক) তামাক সেবনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা। বিশেষ করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও যুবকরা যাতে তামাক সেবন শুরু করতে না পারে, সেরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

খ) প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষদের তামাক সেবন থেকে বিরত রাখা এবং তামাকজত দ্রব্যের সহজলভ্যতা ও এর ব্যবহারের হার কমিয়ে আনা।

গ) মূল্য বৃদ্ধির কারণে তামাক সেবনকারীর স্তর পরিবর্তন অথবা তামাকজাত দ্রব্যের ধরণ পরিবর্তন নিরুৎসাহিত করা।

ঘ) তামাক সংশ্লিষ্ট খাত থেকে স্বল্প মেয়াদে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

ঙ) উৎপাদনকারী কর্তৃক রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমিয়ে আনা।

চ) অবৈধ বাণিজ্য প্রতিরোধ।

ছ) তামাক ব্যবহারজনিত রোগে মৃত্যু, অসুস্থতা, কর্মক্ষমতা হ্রাসসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা।

জ) তামাক-কর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রশাসনিক পদ্ধতির সহজীকরণ।

ঝ) তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করে বিকল্প ফসল উৎপাদনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়: তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

২। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের নীতি

২.১। সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের সাধারণ নীতি

২.১.১। তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ পদ্ধতির প্রচলন করা। আরোপিত সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ কোনভাবেই পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যাতে কম না হয় তা নিশ্চিত করা;

২.১.২। মূল্যস্ফীতি ও মানুষের ক্রয়-সামর্থ্য বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রতিবছর সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করা;

২.১.৩। সিগারেটের মূল্যস্তর ও অন্যান্য ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্যের মধ্যকার কর ও দামের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে স্তর ও ধরণ পরিবর্তনের সুযোগ কমিয়ে আনা;

২.১.৪। ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যসমূহের মধ্যকার কর ও দামের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা, যাতে করে স্তর ও ধরণ পরিবর্তন কমে আসে;

২.১.৫। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অগ্রগতি, মূল্য-স্ফীতি ও তামাকজাত দ্রব্যের কর-ভার এর ভিত্তিতে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ৫% এর উন্নীত করা;

২.১.৬। বিদ্যমান আইন অনুসারে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আরোপ করা;

২.১.৭। তামাক কোম্পানিকে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সুবিধা প্রদান বন্ধ করা;

২.১.৮। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে উৎপাদনের তারিখ মুদ্রণ নিশ্চিত করা;

২.১.৯। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে "সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য" মুদ্রণ এবং কোন পর্যায়েই যাতে মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি হতে না পারে তা নিশ্চিত করা;

২.১.১০। তামাকজাত দ্রব্যের শুল্কমুক্ত বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাদেশে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান না করা;

২.১.১১। তামাকজাত দ্রব্যকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা থেকে বাদ দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

২.১.১২। ধূমপান ত্যাগের জন্য ব্যবহৃত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত ঔষধ ও পণ্যসমূহ করমুক্ত রাখা;

২.১.১৩। কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণকে বাধাগ্রস্থ বা বিলম্বিত করতে পারে এমন কোন আইন, নীতি, বিধি, প্রবিধান, আদেশ ইত্যাদি গ্রহণ না করা এবং বিদ্যমান এরূপ আইন, নীতি, বিধি, প্রবিধান, আদেশ ইত্যাদি সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২.২। প্রকারভেদে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের নীতি

২.২.১। সিগারেট

ক) কর কাঠামোর জটিলতা কমাতে ও রাজস্ব বৃদ্ধি করতে সিগারেটের মূল্য স্তর পর্যায়ক্রমে কমিয়ে একটি মূল্যস্তরে নামিয়ে আনা;

খ) অগ্রিম ট্যাক্স স্ট্যাম্প সরবরাহ তামাক কোম্পানিকে কর ফাঁকি দিতে প্ররোচিত করতে পারে তাই, তামাক কোম্পানিকে অগ্রিম ট্যাক্স স্ট্যাম্প সরবরাহ বন্ধ করা;

গ) নষ্ট হতে পারে ধরে নিয়ে সরবরাহ করা ট্যাক্স স্ট্যাম্পে রেয়াত দেওয়ার সুযোগ বন্ধ করা;

ঘ) সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ করা;

ঙ) স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং সর্বনিম্ন ২০ শলাকা নির্ধারণ করা।

২.২.২। বিড়ি

ক) ২০২৫ সাল থেকে ফিল্টার ও ফিল্টারবিহীন বিড়ির স্তর তুলে দেয়া;
খ) বিড়ির খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ করা;
গ) স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং ২০ শলাকা নির্ধারণ করা;
ঘ) বিড়ি কারখানা/কোম্পনি কর্তৃক তাদের লাভের একটি অংশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা করা। এই অর্থের একটি অংশ দিয়ে বিড়ি শ্রমিকদের বিকল্প জীবিকা নিশ্চিত করা।

২.২.৩। ধোঁয়াবিহীন তামাক (জর্দা ও গুল)

ক) ধোঁয়াবিহীন তামাকের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং নির্ধারণ করা;
খ) প্যাকেজিং এর আকৃতি (গোল বা চতুষ্কোন), পরিমাপ ও মান নির্ধারণ করা;
গ) স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিংয়ে জর্দার সর্বনিম্ন ওজন ৫০ গ্রাম ও গুলের সর্বনিম্ন ওজন ২৫ গ্রাম নির্ধারণ করা;
ঘ) মোড়ক ভেঙ্গে খুচরা বিক্রয় বন্ধ করা।

২.২.৪। ধোঁয়াবিহীন তামাক (সাদাপাতা)

ক) সাদাপাতার উৎপাদন ও বিক্রয়-চেইনকে করের আওতায় নিয়ে আসা;
খ) স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং নির্ধারণ করা, স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিংয়ে সর্বনিম্ন ওজন ৫০ গ্রাম নির্ধারণ করা;
গ) মোড়কবদ্ধ ছাড়া খুচরা বিক্রয় বন্ধ করা।

২.২.৫। ই-সিগারেট

বাংলাদেশে ই-সিগারেট সহ সকল ইমার্জিং টোব্যাকো প্রডাক্ট নিষিদ্ধ করা এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নীচের পদক্ষেপ অনুসরণ করা-

ক) দেশে সব ধরণের ই-সিগারেটসহ সকল ইমার্জিং টোব্যাকো প্রডাক্ট, এর কার্তুজ ও আনুষাঙ্গিক উপকরণ উৎপাদন, বিপনণ ও আমদানির অনুমোদন না দেয়া;
খ) সরকার কর্তৃক কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে ই-সিগারেট এবং এর কার্তুজ ও উপকরণ উৎপাদন কিংবা ব্যবসার জন্য অনুমতি প্রদান না করা;
গ) যদি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি উপরিল্লিখিত কোনো 'কার্যক্রম' লঙ্ঘন করে তবে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২.৩। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সংক্রান্ত বিশেষ নীতি

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যসমূহকে নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে-

২.৩.১। স্থানীয় সরকার কর্তৃক (সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ- যেখানে যেটি প্রযোজ্য) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের সকল উৎপাদক, প্রস্তুতকারক এবং সমগ্র সাপ্লাই চেইনের যেমন, পাইকারি বিক্রেতা এবং বিক্রয় কেন্দ্রগুলোর তালিকা তৈরি করা;

২.৩.২। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদকারী কর্তৃক নিয়ম মাফিক ফি পরিশোধ করে লাইসেন্স গ্রহণ এবং নিয়ম মাফিক প্রতি বছর লাইসেন্স নবায়ন করা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এটি নিশ্চিত করবে;

২.৩.৩। ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট ও ট্যাক্স রেজিস্ট্রেশন 'বাধ্যতামূলক' বিবেচনা করা;

২.৩.৪। লাইসেন্স প্রাপ্ত ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করবে;

২.৩.৫। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের সকল উৎপাদক ও প্রস্তুতকারক কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিবন্ধন গ্রহণ নিশ্চিত করা;

২.৩.৬। উৎপাদিত সকল জর্দা ও গুলের মোড়কে ব্যান্ডরোল/স্ট্যাম্প ব্যবহার নিশ্চিত করা;

২.৩.৭। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের আইডি ডিজিটালাইজেশন করা;

২.৩.৮। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুযায়ী প্রতিটি ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবি সম্বলিত স্বাস্থ্য-সতর্কবাণী ছবি প্রদান। পাশাপাশি মোড়কের গায়ে উৎপাদনের তারিখ উল্লেখ নিশ্চিত করবে।

২.৩.৯। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, কর আদায় এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ন্ত্রনে রাখতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সমন্বিতভাবে কাজ করা।

তৃতীয় অধ্যায়: তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি

৩.১। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি সংক্রান্ত নীতি

৩.১.১। বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে অবশ্যই ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর আওতায় প্রযোজ্য সকল বিধিনিষেধ প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

৩.১.২। আমদানিকৃত সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ওপর অ্যাড ভ্যালোরেম আবগারি শুল্ক আরোপ করা। পাশাপাশি প্রতি ইউনিটের ওপর কাস্টমস শুল্ক ও সুনির্দিষ্ট আবগারি শুল্ক আরোপ করা;

৩.১.৩। তামাকজাত দ্রব্য ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের আনুষাঙ্গিক উপাদান (কাগজ, ফিল্টার, ফ্লেভার ইত্যাদি) আমদানিকারকদের নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে জমা প্রদান নিশ্চিত করা:

ক) পণ্য উৎপাদনের দেশ;

খ) এইচএস কোড;

গ) আমদানিকারকদের, ঠিকানা, ইমেইল, ফোন নম্বর, ভ্যাট ও ট্যাক্স নিবন্ধন নম্বও;

ঙ) পণ্যের ব্রান্ডের নাম;

৩.১.৪। সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর একই পরিমাণ করা;

৩.১.৫। তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা;

৩.১.৬। তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার হয় এমন আমাদানিকৃত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি স্থাপন, ব্যবহার এবং বাতিলকৃত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতির তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রদান নিশ্চিত করা;

৩.১.৭। তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের আনুষাঙ্গিক উপাদান (কাগজ, ফিল্টার, ফ্লেভার ইত্যাদি) আমদানির ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা;

৩.১.৮। তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদক/প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের আনুষাঙ্গিক উপাদান (কাগজ, ফিল্টার, ফ্লেভার ইত্যাদি) আমদানি করতে না পারে তা নিশ্চিত করা;

৩.১.৯। স্থানান্তর মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনের বিধান বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩.২। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি

৩.২.১। তামাকজাত পণ্য রপ্তানির জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করা-

ক) অপরিশোধিত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত তামাক পাতা রপ্তানি নিরুৎসাহিত করতে উচ্চহারে শুল্ক আরোপসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

খ) রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কোনো কাজ বা সাংঘর্ষিক কিছু বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

গ) তামাকজাত দ্রব্য রপ্তানি উৎসাহি করতে কোন ধরনের শুল্ক সুবিধা প্রদান না করা;

ঘ) রপ্তানির জন্য উৎপাদিত তামাকজাত দ্রব্যে সুস্পষ্টভাবে "রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত" সংক্রান্ত তথ্য মুদ্রণ নিশ্চিত করা;

ঙ) রপ্তানির জন্য উৎপাদিত তামাকজাত দ্রব্য দেশের বাজারে বিক্রি বন্ধ করা।

৩.২.২। তামাকজাত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি প্রদান ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা–

ক) কখন, কোথায় ও কীভাবে রপ্তানি করা হবে তার তথ্যসহ কী পরিমাণ তামাকজাত দ্রব্য রপ্তানি হলো তার রেকর্ড সংরক্ষণ করা;

খ) অবৈধ বাণিজ্য এড়াতে যেদেশে পণ্য পাঠানো হচ্ছে তাদের সাথে রপ্তানির তথ্য-উপাত্ত মিলিয়ে নেওয়া।

চতুর্থ অধ্যায়: কোম্পানির আয়কর ও কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

৪.১। কোম্পানির আয়কর বিষয়ে নীতি

৪.১.১। তামাক কোম্পানি কর্তৃক আয়ের ৪৫% হারে করপোরেট কর প্রদান করা;

৪.১.২। সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লভ্যাংশ ভাগাভাগি কিংবা লভ্যাংশের অর্থ অবৈধভাবে বিদেশে প্রেরণের মাধ্যমে কর ফাঁকি দেয়ার বিষয়ে অনুসন্ধানসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪.১.৩। বিধিবদ্ধ কর হার এবং কার্যকর কর ও আদায় হারের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে আনা।

৪.২। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) তহবিল ব্যবহার

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অর্থ ব্যবহারে নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণ করা-

৪.২.১। সিএসআর তহবিলের অর্থ ব্যবহারে বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর বিধিবিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করা এবং সিএসআর তহবিলের অর্থ যেন তামাক কোম্পানি এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও তামাকজাত দ্রব্যের প্রচার-প্রচারণা, তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে প্রলুব্ধকরণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করতে না পারে তা নিশ্চিত করা;

৪.২.২। তামাক কোম্পানি কর্তৃক সিএসআর তহবিলের অর্থের ব্যয় বিবরণী প্রকাশ এবং সিএসআর কার্যক্রমের ধরণ, সিএসআর তহবিলের অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা (কখন ও কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে তার তথ্য) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ নিশ্চিত করা;

৪.২.৩। সিএসআর কার্যক্রমের জন্য তামাক কোম্পানিকে কোনরূপ কর রেয়াত প্রদান না করা;

৪.২.৪। তামাক কোম্পানিগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের ব্যপ্তি নির্ধারণ করা।

পঞ্চম অধ্যায়: তামাক চাষ

৫। তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর করারোপ

৫.১। তামাক চাষী এবং তামাক চাষে ব্যবহৃত জমির তালিকা তৈরিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করা;

৫.২। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিদ্যমান তামাক চাষের জমি চিহ্নিতকরণ, তালিকা তৈরি করা এবং নিরুৎসাহিতকরণে তামাক চাষকে করের আওতায় নিয়ে আসা;

৫.৩ । 'তামাক চাষী ও তামাক কোম্পানির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তিতে তামাক চাষ' ও প্রণোদনা প্রদান নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া;

৫.৪ । তামাকচাষীদের কোনোরকম ভর্তুকি বা কর রেয়াতের জন্য বিবেচনা না করা;

৫.৫ । তামাক চাষ ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে শিশু শ্রমিক ব্যবহার বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৫.৬ । তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, তামাক পাতা বিপণন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে করের আওতায় আনা;

৫.৭ । কাঁচা তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও চুল্লি করের আওতায় নিয়ে আসা;

৫.৮ । তামাক পাতা রপ্তানিতে ভর্তুকি ও কর রেয়াত বন্ধ করা;

৫.৯ । তামাক কোম্পানি কর্তৃক অন্য যেকোন পণ্য রপ্তানিতে কর ছাড় প্রদান বন্ধ করা;

৫.১০। তামাককে অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচনা না করা এবং অর্থকরী ফসলের তালিকা থেকে তামাককে বাদ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: তামাকের অবৈধ বানিজ্য

৬। তামাকের অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ-

৬.১। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অবৈধ তামাক বাণিজ্য বিষয়ক প্রটোকল "illicit tobacco trade protocol" অনুসমর্থনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৬.২। স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোলের পুনঃব্যবহার রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৬.৩। অবৈধ বাণিজ্যে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুসারে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা;

৬.৪। ইন্টারনেট, টেলিকমিউনিকেশন বা অন্য কোনো প্রযুক্তিভিত্তিক বিক্রয়-ব্যবস্থার মাধ্যমে তামাকজাত পণ্যের বিক্রি নিষিদ্ধ করা;

৬.৫। তামাক পণ্যের প্রতিটি প্যাকেট আলাদা চিহ্নিত ও বার কোড সংযোজন করা। একইসঙ্গে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেজে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযুক্তি নিশ্চিত করা-

ক) উৎপাদনের তারিখ ও অবস্থান;
খ) উৎপাদনের সুবিধা;
গ) তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিন সম্পর্কিত তথ্য;
ঘ) পণ্য পরিবর্তন ও উৎপাদনের সময়;
ঙ) প্রথম গ্রাহকের নাম, তালিকা, অর্ডার নম্বর ও অর্থ প্রদানের রেকর্ড (যিনি কোনোভাবেই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত নন);
চ) খুচরা বিক্রয়ের সম্ভাব্য বাজার;
ছ) পণ্যের যথাযথ বিবরণ;
জ) গুদামজাত ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য।

সপ্তম অধ্যায়: তামাক কর প্রশাসন ও কর আদায় পর্যবেক্ষণ

৭.১। তামাক কর প্রশাসন

৭.১.১। তামাক কর ট্রাকিং, ট্রেসিং, মনিটরিং, তামাক কোম্পানির লাইসেন্সিং, নথি ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ, প্রতিবেদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার/প্রবর্তনের মাধ্যমে তামাক কর প্রশাসনকে শক্তিশালী করা;

৭.১.২। অত্যাধুনিক ও পরিশীলিত ট্যাক্স স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোলের প্রবর্তন করা;

৭.১.৩। তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় এবং তামাক কোম্পানি কর্তৃক কর পরিশোধ নজরদারি (tracking) ও চিহ্নিতকরণে (tracing) কিউআর কোড ও বারকোডের ব্যবহারসহ অন্যান্য অত্যাধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং এক্ষেত্রে উচ্চ প্রযুক্তির ডিভাইস ব্যবহার করা;

৭.১.৪। তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, বিতরণ ও বিক্রয়ের সাথে জড়িত সকলকে নিবন্ধন এবং লাইসেন্স এর আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭.১.৫। স্থানীয় সরকার কর্তৃক তামাকজাত পণ্যের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা, তামাকের খুচরা বিক্রেতাদের নিবন্ধন নিশ্চিত করা এবং লাইসেন্সকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহকে করের আওতায় নিয়ে আসা;

৭.১.৬। কর আদায়, রিপোর্টিং ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক একটি কার্যসম্পাদন পদ্ধতি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর) প্রস্তুত করা;

৭.১.৭। তামাক কোম্পানিতে সরকারের অংশীদারিত্ব প্রত্যাহারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭.১.৮। তামাক কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ড বা অনুরূপ কোন কমিটিতে সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭.১.৯। সরকারি কোন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কোন তামাক কোম্পানীর সাথে সভা আয়োজন বা অন্য কোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে এফসিটিসির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসরণ করা। এরূপ সভা বা যোগাযোগের তারিখ, বিষয় ও উদ্দেশ্য সভার পূর্বেই ঘোষণা করা এবং পরবর্তীতে বিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা;

৭.১.১০। ট্রাকিং, ট্রেসিং ও মনিটরিংসহ অন্যান্য দাপ্তরিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিশ্চিত করা। একইসঙ্গে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৭.১.১১। তামাক কর সংক্রান্ত আইনী সমস্যা সমাধান জোরদারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় লোকবল বৃদ্ধি, অর্থায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সাংগঠনিক কাঠামো জোরদার করা;

৭.১.১২। তামাক কর বিষয়ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তদারকি, গবেষণা এবং এতৎসংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে জাতীয় তামাক কর সেল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৭.২। তামাক কর আদায় পর্যবেক্ষণ (monitoring)

তামাক কর আদায় পর্যবেক্ষণ (monitoring) ব্যবস্থাপনা এবং তামাক কর আদায় ও এতৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

৭.২.১। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, বিপণন ও বিতরণের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল ডাটাবেজের আওতায় নিয়ে আসা;

৭.২.২। তামাক কর আদায়, নজরদারী ও পর্যবেক্ষণের জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করা;

৭.২.৩। অভ্যন্তরীণভাবে রাজস্ব অফিসের মাধ্যমে নিয়মিত পণ্যের মূল্য ও স্ট্যাম্প ব্যবহারের উপাত্ত সংগ্রহে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করা;

৭.২.৪। অধিকতর পর্যবেক্ষণ এবং কর সংগ্রহ যথাযথভাবে ট্রাকিং করতে প্যাকেটে উৎপাদন তারিখ মুদ্রণ নিশ্চিত করা;

৭.২.৫। ব্যান্ড রোলের অবৈধ পুনর্ব্যবহার ট্রাকিং ও পর্যবেক্ষণ করা;

৭.২.৬। কর পরিশোধের সময় তামাক কোম্পানি কর্তৃক তার উৎপাদিত তামাকজাত দ্রব্যের ব্রান্ড সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে জমা দেয়া এবং নতুন কোন ব্রান্ড প্রচলন করলে তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করা;

৭.২.৭। অনলাইনে যেকোন ধরণের তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা;

৭.২.৮। তামাকজাত দ্রব্যের কর বিষয়ক হালনাগাদ উপাত্ত স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা।

৭.৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকর

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে নজরদারি, তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, পর্যবেক্ষণ, কর নির্ধারণ ও চোরাচালান বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং দেশি ও আন্তর্জাতিক তামাক বিরোধী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং পারস্পরিক তথ্য সরবরাহ করা।

৭.৪। স্থানীয় সরকার, প্রশাসন ও তামাক কর

৭.৪.১। অপ্রাতিষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন করে এমন তামাক কোম্পানিসমূহের তালিকা তৈরি এবং তা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্থানীয় প্রশাসনসমূহ কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সহায়তা প্রদান করা;

৭.৪.২। স্থানীয় সরকার কর্তৃক তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদক/প্রস্তুতকারক, বিতরণকারী, পাইকারি বিক্রেতা, তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং লাইসেন্স গ্রহণ নিশ্চিত করা;

৭.৪.৩। তামাক নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্কফোর্সসমূহ কর্তৃক তামাক কর সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান সমূহের কার্যকর বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সহায়তা করবে। টাস্কফোর্স কমিটির সভায় এতৎসংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপন করা হবে। উপর্যুক্ত কাজে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনসমূহ কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও টাস্কফোর্স কমিটিকে সহায়তা প্রদান করা;

৭.৪.৪। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনসমূহ কর্তৃক কর সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান সমূহের কার্যকর বাস্তবায়নে মনিটরিং এবং আইন লংঘনকারীদের শাস্তির আওতায় আনতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা;

৭.৪.৫। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনসমূহ কর্তৃক তামাক চাষে ব্যবহৃত জমির তালিকা প্রস্তুত করা;

৭.৪.৬। তামাক শুল্ক তদারকিতে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনসমূহ কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা করা;

৭.৪.৭। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর তামাকজাত দ্রব্য বিপনন ও ব্যবসা পরিচালনায় আইন ও বিধি-বিধান লংঘনকারীদের শাস্তির আওতায় আনা।

অষ্টম অধ্যায়: কর্মকৌশল

৮। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ ও নীতি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল

৮.১। মূল্যস্ফীতি অনুসারে প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর নির্ধারণের সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা কমিটি গঠন করা। অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্য-অর্থনীতি বিষয়ক একাডেমিশিয়ান; জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রতিনিধি; স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের প্রতিনিধি; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি; অর্থ, ভূমি, কৃষি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি; তামাক-কর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং তামাক-কর বিষয়ে কার্যরত বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। রাজস্ব বোর্ডের তামাক কর সেল এর সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবে;

৮.২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জাতীয় তামাক কর সেল এ নীতি বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করবে;

৮.৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নীতির বাস্তবায়নে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত বেসরকারি সংগঠনসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের যুক্ত করবে;

৮.৪। রাজস্ব বোর্ডের জাতীয় তামাক কর সেল উপর্যুক্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা, পত্র-যোগাযোগ, অবহিতকরণ, যুক্তকরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে এই যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করবে;

৮.৫। প্রতিবছর তামাক কর সেল ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল যৌথভাবে তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করবে।

নবম অধ্যায়: নীতিমালার সংশোধন ও অন্যান্য

৯.১। নীতিমালার সংশোধন

৯.১.১। নীতিমালা বাস্তবায়নের পর প্রয়োজন অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বার্ষিক বাস্তবায়ন মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সাথে নীতিমালাকে আরো কার্যকর ও সময়োপযোগী করে তুলতে নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হবে;

৯.১.২। এই সংশোধন নীতিমালার লক্ষ্যসমূহ এবং দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল স্পিরিটের (চেতনার) পরিপন্থী হবে না;

৯.১.৩। সংশোধন প্রক্রিয়ায় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে যুক্ত করতে হবে।

৯.২। জবাবদিহি

৯.২.১। জনগণের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে নীতিমালার বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে ওয়েবসাইট, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতির (social accuntibility tools) মাধ্যমে প্রকাশ করা;

৯.২.২। এরূপ তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা।

৯.৩। প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ

৯.৩.১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই নীতিমালা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৯.৩.২। এই নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং জনস্বার্থে প্রয়োজন এমন আইন ও বিধিবিধান সংশোধনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সরকারকে অনুরোধ করা।